রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ৬, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ কার্তিক, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ নভেম্বর, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ২১ কার্তিক, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৮/২০২২

Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986 (Ordinance No. II of 1986) রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের, অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ৮.০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986 (Ordinance No. II of 1986) রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'অধ্যাদেশ' অর্থ Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986 (Ordinance No. II of 1986);

(খ) 'তফসিল' অর্থ এই আইনের তফসিল;

(গ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধানমালা;

(ঘ) 'ফাউন্ডেশন' অর্থ Islamic Foundation Act, 1975 (Act No. XVII of 1975) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

(ঙ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা;

(চ) 'মসজিদ' অর্থ চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় অবস্থিত চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ।

৩। **মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ**।—(১) ফাউন্ডেশন মসজিদের ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং মসজিদের যাবতীয় বিষয়ে সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

(২) ফাউন্ডেশন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, মসজিদের জন্য বা উহার পক্ষে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৩) চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ তহবিল নামে মসজিদের একটি তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলে সরকার, কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, দান বা মসজিদের সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় জমা থাকিবে।

(৪) ফাউন্ডেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করিবে; তবে প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ফাউন্ডেশন, আদেশ দ্বারা, উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৫) ফাউন্ডেশন, মসজিদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) তহবিলের অর্থ, ফাউন্ডেশনের অনুমোদনক্রমে, কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফাউন্ডেশন কর্তৃক উক্ত তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৭) ফাউন্ডেশন মসজিদের ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

৪। **মসজিদের সম্পত্তির আইনি সুরক্ষা**।—আদালতের কোনো রায়, ডিক্রি, আদেশ অথবা ঘোষণায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অধ্যাদেশের অধীন সরকার, কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত অধ্যাদেশের তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত সকল নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা নিষ্পন্ন কার্য বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত বিষয়ে কোনো আদালতে মামলা দায়ের বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ফাউন্ডেশন মসজিদের সকল আয়-ব্যয় সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র হিসাব সংরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত, প্রতি বৎসর মসজিদের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও ফাউন্ডেশন প্রত্যেক বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা মসজিদের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশন এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে ।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant মসজিদের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ফাউন্ডেশনের বা মসজিদের কোনো কর্মচারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬। **অপরাধ ও দন্ড**।—(১) কোনো ব্যক্তি অধ্যাদেশের অধীন অধিগ্রহণকৃত এবং ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত কোনো সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করিলে বা দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অথবা তাহার দখল, জিম্মা বা নিয়ন্ত্রণাধীন অনুরূপ কোনো সম্পত্তি ফাউন্ডেশনের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তর না করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির দখলে থাকা মসজিদের কোনো সম্পত্তি আইনগত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দখল মুক্ত করিয়া ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৭। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ**।- এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৮। **ক্ষমতা অর্পণ**।—ফাউন্ডেশন, আদেশ দ্বারা, উহার কোনো ক্ষমতা ফাউন্ডেশন বা মসজিদের কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফাউন্ডেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। **তফসিল সংশোধন**।—সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১২। **রহিতকরণ এবং হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986 (Ordinance No. II of 1986), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) মসজিদের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণকৃত এবং ফাউন্ডেশনে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত তফসিলে বর্ণিত ভূমি এবং উহার উপরিস্থিত সকল প্রকার ইমারত, কাঠামো ও স্থাপনা মসজিদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ফাউন্ডেশনের অনুকূলে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত সকল অস্থাবর সম্পত্তি, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রাধিকার এবং সকল দান, অনুদান, নগদ অর্থ ও ব্যাংক-স্থিতি, সকল বিনিয়োগ এবং এইরূপ সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত সকল অধিকার ও আয় মসজিদের বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা বৈধভাবে কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সৃষ্ট ঋণ, দায়, মসজিদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি এই আইনের অধীন ফাউন্ডেশনের ঋণ, দায়, চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) ফাউন্ডেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কোনো কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা উক্ত Ordinance এর অধীন এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উহা রহিত করা হয় নাই;

(চ) প্রণীত কোনো বিধিমালা বা প্রবিধানমালা, যদি থাকে, প্রদত্ত কোনো মঞ্জুরি, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা অনুমোদন এবং রক্ষিত কোনো হিসাব উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত, অনুমোদিত ও রক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে;

(ছ) ফাউন্ডেশনে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

তফসিল

[ধারা ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

ঠিকানা	দাগ নম্বর	পি. এস. খতিয়ান	জমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
মৌজা–আন্দরকিল্লা থানা–কোতোয়ালী জেলা–চট্টগ্রাম	৮৭৭	২২৯	.৬৮০০
	৮৮১	২২৯	.০২৭৫
	৮৭০	২৩২	.৩৮৯৪
	৮৯৫	২৪৭	.১২৬৯
	৮৭৮	২৩৪	.০০৫০
	৮৭৯	২৩৪	.০১৬২
	৮৮০	২৩৫	.০১৫০
	৮৮৪	২৩৭	.০২৫৬
	৮৮২	২৩৬	.০৪৩৭
	৮৮৩	২৩৬	.০০৪৪
	৮৮৫	২৩৮	.০২৪৪
	৮৮৭	২৪০	.০১৩১
	৮৮৬	২৩৯	.০১১২
	৮৯২	২৩৯	.০০৩৭
	৮৯৩	২৩৯	.০৩০৬
	৮৬৩	২২৫	.০৪৭০
	৮৬০	২২২	.০৪২০
	৮৬১	২২৩	.০৪৬০
	৮৬২	২২৪	.০৮২৭
	৮৬৪	২২৬	.০৫২৫
	৮৬৬	২২৭	.০৪০৮
	৮৬৭	২২৮	.০১৯৪
	৮৬৮	২২৮	.২১৮৭
	৮৮৮	২৪১	.০৩২৫
	৮৮৯	২৪৩	.০০৭৫
	৮৯০	২৪৪	.০১৩১
	৮৬৯	২৩১	.২৩১
	৮৯১	২৪৭	.২৬৬২
	৮৯৪	২৪৯	.০০৯৪
	৮৭৬	২৩৩	.১১০০
	মোট :		২.৪২৭৬ একর (প্রায়)

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি :

চট্টগ্রাম মহানগরে অবস্থিত নান্দনিক স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। খাঁন বাহাদুর হামিদুল্লাহ খাঁনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের জনসাধারণের আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ইবাদতের জন্য মসজিদটি ছেড়ে দেয় এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর থেকে এখানে নামাজ আদায়সহ সকল প্রকার ইবাদত কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের সকল সম্পত্তি খাঁন বাহাদুর হামিদুল্লাহ খাঁনের ওয়াকফ এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে মসজিদ পরিচালনায় নানা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় মহামান্য হাইকোর্টের এক রায়ের ভিত্তিতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে খাঁন বাহাদুর হামিদুল্লাহ খাঁনের ওয়াকফ এস্টেট এর পরিবর্তে চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ ওয়াকফ এস্টেট এ রূপান্তর করা হয়।

২। The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986 (Ordinance No. II of 1986) জারীর মাধ্যমে সরকার মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বভার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করে। মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করায় ২০১৩ সালের ৭ নং আইন দ্বারা আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নতুন আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩। মন্ত্রিসভার বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন এর খসড়া প্রণয়ন করে। অতঃপর ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে "চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২১" এর খসড়া নীতিগত এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। ভেটিং এর পর বিলটিতে সরকারি অর্থ ব্যয় জড়িত থাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ৮২ অনুচ্ছেদের বিধানমতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশসহ ১০ জুন ২০২২ তারিখে "চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২২" বিলটি এ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়।

৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলাম প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে The Islamic Foundation Act, 1975 প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নিয়ন্ত্রনাধীন "চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২২" পাশ হলে অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৫। এক্ষণে **"চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ আইন, ২০২২"** শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মোঃ ফরিদুল হক খান
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে,এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.